International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

রাজবংশী ‘দেশীঢোল’ এর বর্ণ, বোল, বানী সম্বন্ধে একটি সৃজনশীল ধারণা

ড. জয়ন্ত কুমার বর্মণ

মুখ্য শব্দ – ১। রাজবংশী ২। দেশীঢোল ৩। দেশীঢোল এর বর্ণ, বোল, বানী ৪। সৃজনশীল ধারণা

সারসংক্ষেপ - উত্তর-পূর্ব ভারত বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল এবং নেপাল ও বিহারের কিছু অংশে বৃহৎ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাস দীর্ঘকাল ধরে। এই ক্ষত্রিয় রাজবংশী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি চর্চা ,খাদ্য, পরিধান, সামাজিক নিয়ম-নীতি, উৎসব, আচার বিচার সমস্ত কিছু বহুকাল ধরে তাদের নিজস্ব চর্চায় একটি স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলেছে। তাদের পারম্পরিক বাদ্যযন্ত্র গুলোর মধ্যে অন্যতম হল দোতারা, সারিন্দা, ব্যানা সহ একটি বাদ্যদল ভুঁইমালি। সেই দলের পাঁচটি যন্ত্রের মধ্যে অন্যতম একটি আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র হল ‘দেশীঢোল’। রাজবংশীদের কে সেই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষেরা দেশী মানুষ বলে আখ্যা দেয়। রাজবংশীদের একটি নিজস্ব ভাষা রয়েছে সেই ভাষায় বর্ণিত লিপিবদ্ধ গান যাকে ভাওয়াইয়া গান বলে। এই গান শিল্পী পদ্মশ্রী প্রতিমা বড়ুয়া নিজ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন এবং তিনি এই গানকে চলতি কথায় ‘দেশীগান’ বলতেন। তার গান এ দেশীঢোল বাদ্য তাল ও ছন্দে শোভা পেত। এই ঢোল পারম্পরিকভাবে শিখে আসছিল এতদিন এই অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পীরা। মুখে শোনা চোখে দেখা একইভাবে আঙুলের দিকে তাকিয়ে থেকে পারম্পরিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করাই ছিল এই ঢোল শিক্ষার একমাত্র উপায় বা রীতি। সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর জয়ন্ত কুমার বর্মন এই ঢোলের বর্ণ, বাণী এবং তালের নামকরণের একটা সৃজনশীল ধারণা সকলের সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। সঙ্গে তাকে সহযোগিতা করেন তার সুযোগ্য ছাত্র এবং দেশীঢোল বাদক ধনঞ্জয় রায়। বর্তমান সময়ের নতুন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলবার জন্য এই ঢোলের বর্ণ, বাণী, বোল এবং তাল প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে শিল্পীর মনে হয়েছে। এই সৃজনশীল কাজ দেশীঢোল বাদ্যযন্ত্র কে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেবার পথ সুগম করবে আশা করা যায়। এই কাজের মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মের শিল্পীরা খুব কম সময়ে এই ঢোল একটি পরিকাঠামোভিত্তিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায়।

দেশী ঢোল এর বর্ণ ও বাণী এর প্রয়োজনীয়তা - তবলা, খোল, পাখোয়াজ, বিহু ঢোল বা মাদলের মতন দেশীঢোল এর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলির চিহ্নিত করণ করা হয়েছে যার প্রয়োজন আছে। সংগীতের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ঢোল এর বর্ণ তৈরি না হলে তার বাণী বা বোল এবং সর্বোপরি তাল প্রস্তুত অসম্ভব। এতদিন পর্যন্ত দেশি ঢোল শিক্ষা মৌখিকভাবেই হয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সময় এর সু-ব্যাবহার এর উদ্দেশ্যে এবং সহজেই একটি পদ্ধতিগত ভাবে দেশীঢোল শিক্ষা নেবার বা প্রদান করবার প্রয়োজনে এই কাজ লোকসংগীতের অঙ্গনে একটি নতুন অধ্যায়। ভারতে পশ্চিমবঙ্গের ভাওয়াইয়া সংগীত একাডেমী ও পরিষদ এর উদ্যোগে এই দেশীঢোল এর একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষা ব্যাবস্থা চালু করা হয়। এই নব্যসৃষ্ট বর্ণ, বোল, বানী ও তালগুলি আগামী দিনে ভাওয়াইয়া গান, রাজবংশী লোকশাস্ত্রীয় সঙ্গীত, উত্তরবঙ্গ তথা উত্তরভারতের অন্যন্য লোকধারায় ব্যবহার হবে। গুণী দেশী ঢোল শিল্পীরা প্রতিভার নিরিখে সঠিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজস্ব শিল্পের দক্ষতা বাড়াবে এবং এই বোল ও তাল গুলিকে লোক সমাজে আরও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর নিমিত্তে তথা পেশাগত ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলবার অবকাশ পাবে ।

দেশীঢোল এর নবনির্মিত ও সংকলিত লোকতাল চর্চা এবং তার প্রচার – প্রখ্যাত দেশীঢোল শিল্পী ধনঞ্জয় রায় এর বর্তমানে প্রায় ৫০ জন এরও বেশি দেশিঢোল এর সুযোগ্য শিষ্যরাও বর্তমানে ‘ভাওয়াইয়া সঙ্গীত একাডেমী ও পরিষদ’ এর সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৩০ টি শাখায় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম দ্বারা দেশী ঢোল এর নবনির্মিত ও সংকলিত লোকতাল চর্চা এবং তার প্রচার, প্রসার এর কাজে

নিয়োজিত। এছাড়াও নবীনদের মধ্যে পঙ্কজ বর্মণ, বাবন বর্মণ, মিনতি রাভা, অভিজিত রায়, ধনপতি ও আরও অনেকে এই ঢোল শিক্ষা নিচ্ছেন এবং সর্বত্র শিক্ষাগতভাবে এর প্রচার প্রসার এর কাজে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত আছেন।

বর্ণ- ডান হাতে – ১৪ টি

১) গ,গি,গে = ডান হাতের তালু (ছবি- ডান হাত ১ ও ২ নং অংশ)

ঢোল এর তালার বা চামড়ার নিচের ১ নং অংশে হাল্কা চেপে রেখে হাতের মধ্যমা আঙ্গুল বা লাঠির মাথা দিয়ে তালার উপরদিগের ২ নং অংশে একটু ছেড়ে বাজাতে হবে। বাজানার রেশ থাকবে।

২) ঘ, ঘি এবং ঘে = ডান হাতের তালু (ছবি – ডান হাত ১ নং ও ২ নং অংশ) ঢোল এর চামরা বা তালার নিচের ২ নং অংশে চেপে রেখে লাঠির মাথা বা মধ্যমা আঙ্গুল এর মাথা দিয়ে ঢোল এর উপরদিগের তালার ২ নং অংশে চেপে বাজাতে হবে। বাজানার রেশ থাকবে না।

৩) ঘেৎ = ডান হাতের তালু (ছবি – ডান হাত – ২ নং ও ৩ নং অংশ) ঢোল এর চামড়া বা তালার নিচের ২ নং অংশে অপেক্ষাকৃত বেশি চাপ রেখে হাতের তর্জনী অথবা লাঠির মাথা দ্বারা তালার উপরদিগের ২ নং অংশে আঘাত করে ডান হাতের তালু তালার উপর ঘষে এক স্থান থেকে সারিয়ে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে হবে।

৪) ডুং = ডান হাত দ্বারা বাশের বানানো লাঠি দিয়ে তালার ২ নং বা ২ এবং ৩ এর মাঝের অংশে সজোরে আঘাত করলে ডুং আওয়াজ হবে।

৫) কৎ = ডান হাতের ৩ নং অংশ অথবা লাঠি দ্বারা ঢোল এর তালায় চেপে একটু জোরে বাজাতে হবে। রেশ থাকবে না।

৬) টাক = ডান হাত দ্বারা লাঠির নিচের পেটের অংশ দিয়ে ঢোলের চাক (ছবি - তালা ৫ নং অংশ) এ আঘাত করলে ‘টাক’ আওয়াজ পাওয়া যাবে।

৭) ঘিং = ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা এবং মধ্যমার যৌথ প্রচেষ্টায় মধ্যমার মাথা দিয়ে ঢোল এর তালায় ঘষে দিলে ঘিং বাজবে।

৮) টে বা রে = ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঢোল এর তালার ২ নং অংশে টোকা দ্বারা বাজবে।

৯) টিক = ডান হাত দ্বারা ঢোল এর লাঠির মাথা দিয়ে ঢোল এর পেটের মাঝখানে কাঠের অংশে ছেড়ে আঘাত করলে টিক শব্দ শোনা যাবে ।

১০) টেররর/ট্রে = ডান হাত দ্বারা ঢোল এর লাঠির মাথা দ্বারা ঢোলের তালার ৩ নং অংশে হালকা আঘাত করে ছেড়ে দিলে চামড়ায় একটি কম্পন তৈরি হবে, যা হল টেররর বা ট্রে ।

১১) ডি = ঢোল বাজান লাঠির মাথা দিয়ে ঢোল এর তালার ১ নং অংশে খুব জোরে চেপে বাজাতে হবে ।

১২) ক = 'ক' বর্ণ কৎ এর মতনই বাজবে, তবে তুলনায় হালকা ।

১৩) থে = ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্র করে তালার ২ নং অংশে চাপ দিয়ে রাখলে থে আওয়াজ হবে ।

বর্ণ – বাঁ হাত - ১৪ টি

১) তা, না = হাতের তর্জনীর দ্বারা ১ নং অংশে আঘাতের ফলে তা বা না পাওয়া যাবে । বাজানার পর রেশ থাকবে ।

২) ত্বাক = বাঁ হাতের তর্জনী, অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা একত্র করে তালার ১ নং অংশে চেপে বাজালে 'ত্বাক' পাওয়া যাবে । রেশ থাকবে না।

৩) তে = বাঁ হাতের তর্জনীর দ্বারা তালার ৪ নং অংশে চেপে বাজাইতে হবে । রেশ নাই ।

৪) রে / টে = বাঁ হাতের অনামিকা ও তর্জনীর সাহায্যে বাঁ তালার ২ নং অংশে হালকা চেপে আঘাত করে বাজাইতে হবে , যাতে রেশ থাকবে না ।

৫) জা = বাঁ হাতের তর্জনী, মধ্যমা, আনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে বাঁ তালার ২ নং অংশে হালকা ছেড়ে আঘাত করলে জা পাওয়া যাবে, যাতে রেশ থাকবে ।

৬) চাক = বাঁ হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ,ও মধ্যমা এবং বাঁ হাতের ছবির ২ নং অংশ দ্বারা হাতের তালুকে আড়াআড়ি ভাবে ব্যাবহার করে সজোরে চেপে বাজালে চাক আওয়াজ পাওয়া যাবে । যেভাবে ঢোল এর চাটি বাজে।

৭) কুরুর = বাঁ হাতের পাঁচটি আঙ্গুল যথাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, এবং কনিষ্ঠা ভাঁজ করে একত্র করে ঢোল এর বাঁ তালার ৩ নং অংশে টোকা দিয়ে বাজালে কুরুর আওয়াজ পাওয়া যাবে ।

৮) কোড়ড় = বাঁ হাতের তালু (ছবিতে তালার উপর দিকের ১ নং অংশ থেকে ৩ নং অংশ পার করে তালার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে) দিয়ে ঢোল এর বাঁ তালায় চামড়ায় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে ঘষে ঘষে বাজানো হলে কোড়ড়ড় আওয়াজ পাওয়া যাবে । এটি একটি অভিনব পদ্ধতি । গুরুর কাছে বিশেষ ভাবে শিক্ষা গ্রহন করে প্রতিনিয়ত অভ্যাসের দ্বারাই এটি রপ্ত করা সম্ভব ।

৯) ঝুম = অনেকটা তবলার 'ক' বাজানর মতন বাজবে । বাঁ তালার ৩ নং অংশে বাজালে ঝুম পাওয়া যাবে ।

১০) 'ত্বাক' = বাঁ হাতের চার আঙ্গুল যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, এবং কনিষ্ঠা একত্র করে ঢোল এর বাঁ তালার ১ নং অংশে চেপে আঘাত করলে 'নাক' পাওয়া যাবে।

১১) লা = বা হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা তালার উপর দিকে ১ নং অংশে বাজবে। দুই আঙ্গুলের আঘাতের পর ছেড়ে দিতে হবে।

বর্ণ – দুইহাত একত্রে – ২৭ টি

১) ধিঙ = গ/গি + না/ তা ২) ধা = ঘে + না/তা

৩) ধিক = ঘে + ত্বাক ৪) ধেৎ = ঘেৎ + না/তা

৫) ধে = ঘে + তে ৬) দিক = ডি + তেটে

৭) ধেটে = ধে + টে ৮) গিড়গিড় = ডুং + তেটে

৯) দিড়দিড় = ধিঙ + তেটে ১০) কিরিকিরি = ক + তেরে

১১) ক্রান = কৎ + তা ১২) তাক = ক + তা

১৩) খেত = ক + ত্বাক ১৪) ড্রিং = ডুং + জা

১৫) ঝা = চাক + ঘে ১৬) খেরেখেরে = ক + তেটে

১৭) থালাথালা = ক + তালাতালা

ঢোল এর বর্ণ

ডান হাতের বর্ণ – গ অথবা গি, ঘে অথবা ঘি, ঘেৎ, ক, ডি, টাক, টিক, টেরর্ অথবা ট্রি, ডুং, কৎ, ঘিং, থে

বাম হাতের বর্ণ – তা অথবা না, তে, রে অথবা টে, ত্বাক, জা, লা, কোড়ড়, কুরুর, ঝুম, চাক, তিত ।

দেশি ঢোল এর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বর্ণ ও তার স্থান

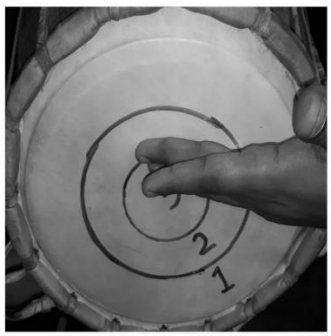
CHAK / চাক

DUNG / ডুং

GHEN / ঘেণ

TERER / টেরের

JHUM / ঝুম

KOROR / কোররর

TAK / টাক

GA /GE / গ / গে

KA / ক

JAA / জা

TWAK / ত্বাক

TIK / টিক

DHING / ধিঙ

TE / RE / টে/রে

GHE / ঘে

DI / ডি

GHET / ঘেত

TE / তে

LAA / লা

TIT / তিত

KURUR / কুরুর

TA/NA / তা / না

দেশীঢোলের স্বরলিপি পদ্ধতি -

১) এক মাত্রায় একটি বর্ণ হলে সেই বর্ণ এ কোন চিহ্ন ব্যবহার হয় না। যেমন – ধিঙ, না, ধি, ডুং। এখানে চার মাত্রার চারটি বর্ণ আছে তাই কোন চিত্রের প্রয়োজন নেই। উদাহরনস্বরূপ – হস্তি তাল

। ধিঙ গে না ঘে । টে গে না - ।
X ২

। তা ডি দিক দিক । দিক দিক দিক দিক । ধিঙ
৩ X

২। একাধিক বর্ণকে একমাত্রায় দেখাতে হলে বর্ণগুলির নীচে মাত্রার অনুরুপ চিক্র ( ) দিয়ে বোঝাতে হয়, যেমন –

ধিঙগে ধিঙগেতা ডিঙগেতাঘে ইত্যাদি।

৩। একমাত্রার অতিরিক্ত স্থায়িত্ব দেখাতেন হলে ড্যাশ (-) বা 'S' চিক্র ব্যবহার করা হয়, যেমন-

। ধিঙ গে - তা । বা । টে গে S না ।

৪। সম, খালি ও তালের বিভাগ দেখাবার জন্য X 0 চিহ্নে ব্যবহার করা হয়। উপরের চিক্র দ্বারা ৮ মাত্রার ঢোলের তাল ' ছুকরি' দেখানো হল।

। ধিঙ নাঘেৎ Sগে নাS । কৎS নাঘেৎ Sগে নাS । ধিঙ

X 0 X

৫। সম ছাড়া (+) অন্যান্য তালির স্থানগুলি বর্ণের নীচে সংখ্যা দ্বারা বোঝানো হয় । যেমন – চোদ্দসোয়ারি তাল

। ধিক না ক । ধিঙ - । ধিঙ - ।

X ২ ৩

। তে টে ক । তে টে । লা - । ধিক

0 ৪ ৫ X

এখানে প্রথম মাত্রায় সম ( ), চতুর্থ মাত্রায় ২য় তালি, মাত্রায় ৩য় তালি একাদশ (এগারো) মাত্রায় ৪র্থ তালি, ত্রয়োদশ (তেরো) মাত্রায় ৫ম তালি এবং অষ্টম মাত্রায় খালি দেখা যাচ্ছে । অর্থাৎ এই চোদ্দ মাত্রার তালে তালির সংখ্যা পাঁচটি(৫) এবং খালির সংখ্যা একটি (১) । তালের এই তালির চিক্রর জায়গায় তালি দিয়া এবং খালির জায়গায় তালি না দিয়ে হাতের ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেখা হয় ।

‘দেশীঢোল’ এর বর্ণ, বাণী ও বোল প্রস্তুতকরণ এবং পদ্ধতিগতভাবে শিক্ষা ব্যাবস্থা সম্বন্ধে গুণীজনদের শুভেচ্ছাবার্তা - দেশীঢোল এর, বর্ণ, বাণী ও বোল তৈরি থেকে শুরু করে লোকতাল এর মাত্রা, ছন্দ, বিভাগ, তালি, খালি এবং চিহ্ন সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার লোকতাল এর ভাবনার প্রকাশ এবং সেই প্রাচীন এবং নব তালসমূহের সমন্বয় সহ নামকরণ এর সাথে সাথে এই ঐতিহাসিক কাজ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তবলা বাদক শিল্পী “ডঃ সন্দিপ পাতিল” তাঁর সুপারিশপত্রে লিখেছেন - In recent years, scholars have recognized the need to preserve and systematize the Desi Dhol's unique language. While classical percussion instruments have well-documented bols and taals, the Desi Dhol has largely relied on oral tradition. Dhananjay Kumar, under the mentorship of Dr. Jayanta Kumar Barman, has undertaken significant research to document the Pataksharas and bols specific to the Desi Dhol. Their work aims to create a structured framework for learning and teaching this instrument, ensuring its legacy for future generations. This initiative involves identifying the Desi Dhol's unique rhythms, analyzing their structure, and comparing them with classical bols. By doing so, they are creating a comprehensive guide that will be invaluable to students, performers, and researchers.

প্রখ্যাত দেশীঢোল শিল্পী “বঙ্গরত্ন মলয় কিন্নর”কে দেশীঢোলের বর্ণ, বোল, বাণী সম্বন্ধে নতুন ভাবনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান- অবশ্যই শিক্ষার সুবিধার ক্ষেত্রে নতুন বর্ণ তাল বল তৈরি হতেই পারে।

‘দেশীঢোল’ নামকরণ এর একটি প্রস্তাব সহ “উত্তর পূর্ব ভারতের দেশীঢোল শিক্ষা” পুস্তক এর কাজ সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী **সুনীল বর্মণ** (শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার, ভারত) শুভেচ্ছা বার্তায় বলেছেন – “ এই কাজে দেশী ঢোলের প্রাচীন পারম্পরিক বোল এবং এই বইতে থাকা বোল সবই একই আছে। তবে বর্ণ বাণী যে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে তাঁর মাত্রাও সবই একই আছে। বইটা পরে দেখলাম লেখকরা দেশীঢোল বাজনার এত সুন্দর একটা ছক করেছে। আমার মতে কাজটা ঠিকই আছে। কাজটা ভালো লাগলো। তাতে ছোট ছোট বাচ্চারা ভালো শিখতে পারবে, এবং তাড়াতাড়ি শিখবে। এটা নিয়ে আমার কোন দ্বিমত নাই। এই পদ্ধতিতে ১০০ টা ঢোল আমরা একসঙ্গে বাজাতে পারি। বাজনার ঢং একই আছে, একই বাজনা, শুধু শেখার পদ্ধতিটা একটু আলাদা।

আশুতোষ অধিকারী (সংগীত শিল্পী, পরিচালক, বৈঠুকী,দক্ষিণ কোরিয়া) অসাধারণ একটি কাজ হয়েছে। যে ঢোল বাংলা সংস্কৃতির একটি অনন্য উপাদান সেটি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আর ঠিক এই সময়ে এই বইটি একটি স্রোতকে ঘুরিয়ে দিতে দারুন ভাবে সহায়তা করবে। নতুন প্রজন্ম এভাবেই বাংলা সংস্কৃতির দিকে আবার মনোযোগী হবে আশা করছি। বৈঠুকীর পক্ষ থেকে এই বইটির লেখক ড. জয়ন্ত কুমার বর্মন ও ধনঞ্জয় রায় মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ললিত রায় (প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী, অসম) - এই কাজে দেশিঢোল বা কাটি ঢোলের বাণী বর্ণ সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কোনো তালের পরিবর্তন করা হয় নাই, কেবল ঢোলের বাণী-র সাথে নতুন নাম করণ করা হয়েছে। এই কাজ যুগপোযোগী, এটি আসাধারন সৃষ্টি।। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হবে।

দুর্গা রায় (প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী, ভারত)- ইতিহাসের পাতাত আমরা তাল লয় মান নিয়া বাচি রবার চাই। আমারও নিজস্ব তাল আছে। মুখের বুলি দিয়া আমরা কই। আজি আমার দেশি কথার বোল যদি হারে যায়, মানষির পেটের ভিতরত থাকিলে হবে না, হারে যাবে। এক এক অঞ্চলের বুলি আলাদা হবার পায়, কিন্তু ছন্দ হিসাব করি দেখো মিলি যায়। আমার ভাওয়াইয়ার তো স্বরলিপি ছিলো না। এলা হইচে। ভালো। বিভিন্ন প্রদেশের দেশীয় বাদ্যযন্ত্র গুলার নিজস্ব বর্ণ বাণী বোল তাল আছে। আমারও আছে । আমার দেশী ঢোল এবং দেশী কথায় বোল দিয়া সংরক্ষিত হউক, ইতিহাসের পাতাত উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়া থাকুক।

Dr. Krishnendu Dutta (Associate Professor, Tabla, Department of Music, Sikkim University) - With great pleasure, I would like to let you know how much I enjoyed reading your book, "Uttor Purbo Bharoter Deshi Dhoie Er Bomo, Banii, Bol o Taai Porichoy. The notation system is a crucial tool for the preservation and teaching of all genres of music and it is very rare to find examples of scientifically developed musical notation systems in ancient india, and even more rare to see examples of notation systems for indigenous percussion instruments. As a result, many forms of Indian folk and classical music have either been forgotten or distorted. I am greatly gratified to discover that you have also developed a notation system to be used in writing compositions for the "Deshi Dhol", a north-east Indian folk percussion instrument. It is my firm belief that your work will aid future generations and music researchers in learning and teaching the subtler aspects of the instrument.

ভুপতি ভূষণ বর্মা (পরিচালক বাংলাদেশ ভাওয়াইয়া একাডেমি, উলিপুর) - কাজটি খুবই মৌলিক। কারণ পারম্পরিক ভাবে শিখে আসা দেশি ঢোল এর বাজনার পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না করে দেশীঢোল শিক্ষণ পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ সহ ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম তা আগামী দিনের ইতিহাস তৈরি করবে। বর্তমান সময়ে দেশীঢোল শিখবার জন্য কোন বর্ণ বাণী বা বোল তেমনভাবে পাওয়া যায় না। এই দেশী ঢোলের শিক্ষার জন্য যারা আগ্রহী তারা সহজেই এবং খুব কম সময়ে এই দেশীঢোল শিখতে পারবে। যেটা আজকের দিনে খুবই দরকার। তবে পারম্পরিক শিল্পীরা, তারা তাদের মতই আগামী দিনেও তাদের পারম্পরিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় পারম্পরিক বাজনার সঙ্গে বর্ণ বাণী দিয়ে শিক্ষায় শিক্ষিত বেশি ঢোল শিক্ষার্থীদের বাজনার কোনও বিভেদ নেই। কাজেই এটাকে সানন্দে গ্রহণ করা উচিত। আমি এই কাজের সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং পূর্ণ সমর্থন করছি।

উপসংহার - পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় পারম্পরিক স্বতন্ত্রতা লক্ষণীয়। তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে বাদ্যযন্ত্র দেশীঢোল এর নিজস্ব বোল, বাণীর নামকরণ করা হয়েছে। কারণ পরিকাঠামো ভিত্তিক শিক্ষাচর্চায় নতুন দিশার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঢোলের বর্ণ, বাণী এবং তালের নামকরণ সকলের সম্মুখে দেশীঢোল শিক্ষা পদ্ধতির একটা ধারণা তুলে ধরবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান সময়ের নতুন শিক্ষা পদ্ধতি এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলবার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র

1. Subba, Jash Raj, 2011, History, Culture and Customs of Sikkim, Gyan publishing House 23,Main Ansari Road,Daryaganj,New Delhi-110002, ISBN: 81-212-0964-1, page-191.)
2. Sharma, D.Prabal, First published in 2008, Music cultureof North-East India, poonam Goel Raj publication 108,4855/24,Asari Road Daryaganj, New Delhi-110 002. ISBN(10 No.): 81-86208-55-0, ISBN(13 No.): 978-81-86208-55-7. Page-205.

3. রায়, বুদ্ধদেব,মণিমালা,বিশ্বপ্রিয়া, নভেম্বর-২০১৩, বাংলার লোকনৃত্য ও বাদ্য সমীক্ষা, মীরা নাথ ৭২/৩এফ/১, আর. কে. চ্যাটার্জী রোড কল্কাতা-৪২, পাতা- ৮৪-৮৬.
4. বর্মণ ডঃ জয়ন্ত কুমার, রায় ধনঞ্জয় ,২০২২ দেশি ঢোল শিক্ষা, বি এফ সি পাব্লিকেশন, লউখনউ, ISBN – 978-93-91329-77-8